ইন্টেরিয়র

গিফ্‌ট আইটেম মুখোশ

গিফ্‌ট দেয়া-নেয়া শহুরে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। গিফ্‌ট আইটেম খুঁজতে গিয়ে প্রায়ই আমাদের হিমশিম খেতে হয়। কি গিফ্‌ট দিলে আকর্ষণীয় ও মানসম্পন্ন হবে আর বাজেটও ঠিক থাকবে- এ সব প্রশ্নবাণে প্রায়ই আমরা বিদ্ধ হই।

এ ক্ষেত্রে আপনাকে সহায়তা করতে পারে মাটি বা কাঠের তৈরি মুখোশ। মুখোশ আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও এটি বিশ্বায়নের ছোঁয়ায় একটি আকর্ষণীয় গিফ্‌ট আইটেম হতে পারে। তাছাড়া নিজের ঘর সাজাবার জন্যও এর ব্যবহারের জুড়ি নেই।

আমাদের দেশের মুখোশ তৈরি কাজ খুব বেশি দিন আগে শুরু হয়নি। মূলত চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা প্রথমে এ উদ্যোগটা নেয়। এসব শিল্পী তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে মাটি ও কাঠ দিয়ে তৈরি করে নানা ধরনের মুখোশ, যার আকৃতি ও রঙ অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ।

এ ধরনের মুখোশ তৈরি করতে দীর্ঘ সময় ও একনিষ্ঠ শ্রমের প্রয়োজন হয়। এগুলোর প্রদর্শনী হয় বিভিন্ন গ্যালারিতে। তবে সব সময় পেতে হলে আপনাকে যেতে হবে আড়ং, নিপুণ, প্রবর্তনা, কার্জন হলের সামনে, শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেটের আইডিয়াস, ভারটিকাল, আর্থেনে। এসব মুখোশের মধ্যে রয়েছে- আদিবাসী ৩০০-৭০০ টাকা, পুতুল ৫০-৫০০ টাকা, ঘোড়া ৮০-৩০০ টাকা, হাতি ১৫০-২০০ টাকা, গ্রাম্যবধূ ৫০-২৫০ টাকা, বেদে-বেদেনী ৫০-৭০০ টাকা, ময়ূর, উটপাখি, কাকাতুয়া, পেঁচা ৫০-৪০০ টাকা, মহিষের মাথা ২০০-২৫০ টাকা, ডোকার ১৫০-৩০০ টাকা, মানুষের মুখ ৫০-১৫০০ টাকা, মিশরের রাজা-রানী ৬০০ টাকা, মাছ ৫০-৬০০ টাকা, হাতি ১০০-২৫০ টাকা, কচ্ছপ ১০০ টাকা।

এর মধ্য থেকে যেকোনো বয়সী ব্যক্তির জন্য গিফ্‌টটি পছন্দ করতে মোটেই বেগ পেতে হবে না। আপনি চাইলে বড় দোকানগুলোতে পছন্দসই ডিজাইনের মুখোশটির আকৃতি ছোট বা বড় করে নিতে পরেন অর্ডারের মাধ্যমে। তবে অর্ডার অনুযায়ী জিনিসটি আপনার হাতে পৌঁছাতে প্রায় ৪৫ দিন সময় লেগে যাবে। কারণ মাটির তৈরি জিনিস শুকাতে বেশ সময় নেয়। তবে আপনার অত সময় না থাকলে রেডিমেড মুখোশগুলোর মধ্য থেকেই বেছে নিন আপনার প্রিয়জনের জন্য।

সোনিয়া হালদার মণি

ক্যা•রি•য়া•র

C.V তৈরির কয়েকটি নিয়ম

C.V তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটা খুব জরুরি। যে বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন-

- **ছোট ও সহজ রাখুন :** সময়ানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে লিখুন। আপনার সাম্প্রতিক অবস্থান ও কাজের অভিজ্ঞতার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উল্লেখ করুন।
- **নিয়মগুলো ঠিক রাখুন :** যে বিষয়গুলো চাকরির যোগ্যতা নিশ্চিত করবে তা উল্লেখ করুন। সম্ভব হলে কোম্পানিগুলোর ভেতরকার তথ্য জানুন, যা চাকরির জন্য আপনাকে বেশি যোগ্য প্রমাণ করবে।
- **নিজের যোগ্যতাকে বড় করে দেখান :** চাকরির সঙ্গে সম্পর্কিত আপনার এমন গুণ, দক্ষতা বা পছন্দের বিষয়গুলো উল্লেখ করুন। সবকিছু তীক্ষ্ণ ও সহজ ভাষায় লিখুন।
- **ইন্টারনেট ব্যবহার করুন :** অনেক কোম্পানি Online-এ C.V চেয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে লেখার জন্য সুন্দর একটা (Font size) বেছে নিন ও চিন্তিত না হয়ে দক্ষতার সঙ্গে Online-এ C.V পাঠান।

তনিমা আরেফিন

ডিজিটাল লাইফ

স্মৃতি জীবন্ত রাখতে ডিজিটাল ক্যামকর্ডা

প্রতিনিয়তই ডিজিটালের ছোঁয়া লাগছে জীবনধারায়। একসময়কার এনালগ ফোনকে বদলে দিয়ে যোগাযোগে নতুন মাত্রা এনেছে ডিজিটাল সেলুলার ফোন। আচ্ছা, প্রিয় মুহূর্তগুলোকে কিভাবে ধরে রাখেন আপনি? গতানুগতিক এনালগ ক্যামেরা কিংবা বিশাল সাইজের ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করে নয় নিশ্চয়ই? আর যদি এগুলোই এতোদিন ব্যবহার করে থাকেন তবে বদলে ফেলুন নিজেকে। একটি ডিজিটাল ক্যামকর্ডার আপনার অনেক কাজ সহজ এবং সাবলীল করে দিতে পারে। ডিজিটাল ক্যামকর্ডারে ভিডিও করার পর তা আপনি ইচ্ছামতো এডিট করার সুযোগ পাবেন। প্রয়োজনে বিভিন্ন সাউন্ড এবং ভিডিও ইফেক্টও যোগ করতে পারবেন। প্রয়োজন হবে শুধু একটি পার্সোনাল কম্পিউটার এবং তার মধ্যে ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার। বর্তমানে ভিডিও এডিটিং আর মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কম্পোজ একই রকম সহজ কাজ।

বর্তমান বাজারে মূলত তিন ধরনের ডিজিটাল ক্যামকর্ডার পাবেন আপনি। একটি হচ্ছে মিনিডিভি বা ভিডিও টেপনির্ভর, অপরটি মেমোরি কার্ডনির্ভর এবং সর্বশেষটি ডিভিডি মিডিয়ানির্ভর। এদের মধ্যে মিনিডিভি ফর্মেটনির্ভর ভিডিও ক্যামকর্ডারকেই সবচেয়ে ভালো বলা চলে। কারণ ভিডিও টেপ খুবই সহজলভ্য এবং কম মূল্যে পাওয়া যায়। আর ভিডিও করার ক্ষেত্রে ভালো রেজ্যুলেশন এবং অনেক স্বাধীনতা পাওয়া যাবে এ ধরনের ক্যামেরায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের ক্যামকর্ডারের ভিডিও টেপ থেকে কম্পিউটারে ট্রান্সফারের জন্য কনভার্টার প্রয়োজন হয়। মেমোরি কার্ডযুক্ত ক্যামকর্ডারগুলো আকারে বেশ ছোট হয়। তবে এগুলোর ভিডিও আউটপুট রেজ্যুলেশন খুব একটা ভালো হয় না। আর মেমোরি কার্ডের দামও অনেক। তবে মেমোরি কার্ডযুক্ত ক্যামকর্ডার থেকে কম্পিউটারে ভিডিও ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে কোনো কনভার্টার প্রয়োজন হয় না। সর্বশেষ রয়েছে ডিভিডিযুক্ত ক্যামকর্ডার। এটি একেবারে নগদের মতো ভিডিও ডিভিডিতে রেকর্ড করবে। এরপর ডিভিডিটি যেকোনো ড্রাইভে লাগিয়ে ভিডিও দেখতে পারেন। আর এর ভিডিও কোয়ালিটি মিনিডিভির মতোই। তবে এ প্রযুক্তির ব্যবহার এখনো ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি।

ডিজিটাল ক্যামকর্ডার কেনার আগে কিছু বিষয়ে নজর দেয়া জরুরি

প্রথমেই ক্যামকর্ডারের এলসিডি স্ক্রিনটি দেখুন। সম্ভব হলে উজ্জ্বল সূর্যের আলোতে নিয়ে যান এবং এলসিডি স্ক্রিনে কিছু দেখা যায় কি না খেয়াল করুন। যদি কিছু দেখা না যায়, তাহলে আপনি ভিডিও করবেন কিভাবে? তাই এমন এলসিডি স্ক্রিনযুক্ত ক্যামেরা পছন্দ করুন যা যেকোনো পরিবেশে ভালো কাজ করবে। অবশ্য ক্যামকর্ডারের ভিউফাইন্ডার ব্যবহার করে ভিডিও করলে ব্যাটারি অনেক সাশ্রয়ী হয়।

ক্যামকর্ডার লেন্সের অপটিক্যাল এবং ডিজিটাল জুমের রেসিও চেক করুন। ডিজিটাল জুম খুব একটা কাজে আসে না। তাই ন্যূনতম ১০ এক্স অপটিক্যাল জুমযুক্ত ক্যামেরা পছন্দ করা উচিত।

আপনি কি একটানা দীর্ঘ সময় ধরে ভিডিও করতে আগ্রহী? তাহলে ক্যামকর্ডারের সঙ্গে আলাদা একটি ব্যাটারি কিনুন। কারণ ক্যামকর্ডারের সঙ্গে দেয়া ব্যাটারির সর্বোচ্চ ক্ষমতা ঘন্টাখানেকের বেশি হয় না। তাই আলাদা এক বা একাধিক উচ্চক্ষমতার ব্যাটারি কিনে রাখা উচিত।

ক্যামকর্ডারের সম্মুখভাগে স্থাপিত মাইক্রোফোন ভালো পারফরমেন্স দেয়। চেষ্টা করুন এ ধরনের মাইক্রোফোনযুক্ত ক্যামকর্ডার পছন্দ করার। তবে ভালো সাউন্ড কোয়ালিটির জন্য আলাদা এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন কিনতে পারেন। কেনার আগে খেয়াল রাখবেন মাইক্রোফোনটি আপনার ক্যামকর্ডারকে সাপোর্ট করে কি না।

কেনার আগে ক্যামেরার কন্ট্রোল প্রসেস খেয়াল করুন। ক্ষুদ্রাকারের ক্যামকর্ডারগুলোর ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই জটিল মনে হয়। সে ক্ষেত্রে মোটামুটি সাইজের ডিজিটাল ক্যামকর্ডারই ভালো।

অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে ভিডিও করতে চাইলে কি করবেন আপনি? তাই ক্যামেরায় লো-লাইটের কোনো অপশন আছে কি না খেয়াল করুন। অনেক ক্যামেরাতেই বর্তমানে ইনফ্রারেড লাইট কিংবা লম্বা সাটার মোড রয়েছে যা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে ভিডিও করতে সহায়ক।

যে ক্যামেরাটি পছন্দ করেছেন তার ফর্মেট সম্পর্কে জানুন। বেশির ভাগ ক্যামেরারই ফর্মেট মিনিডিভি। তবে অন্যান্য যেমন ডিজিটাল ৮ এবং মাইক্রোএমভি ফর্মেটযুক্ত ক্যামেরাও আছে। মনে রাখবেন, সবেচেয়ে সহজলভ্য এবং গ্রহণযোগ্য ফর্মেট হচ্ছে মিনিডিভি। তবে ডিজিটাল ৮ ক্যামকর্ডারে হাই ৮ টেপ ব্যবহার করা যায়। পাশাপাশি এতে আনলগ ক্যামকর্ডারে ক্যাসেটও প্লে করা যায়। আর মাইক্রোএমভি ফর্মেট বেশির ভাগ ভিডিও-এডিটিং সফটওয়্যারই সাপোর্ট করে না। যে কারণে এই ফর্মেট তেমন একটা গ্রহণযোগ্য নয়।

ঢাকায় মোটামুটি সব ব্র্যান্ডেরই ডিজিটাল ক্যামকর্ডার পাওয়া যায়। এজন্য আপনি খোঁজ নিতে পারেন সনি, ফিলিপস, নাইকন ইত্যাদি ব্র্যান্ডের শো-রুমে। শো-রুম ছাড়াও স্টেডিয়াম মার্কেট, বিসিএস কম্পিউটার সিটি, ইস্টার্ণ প্লাজা ইত্যাদি মার্কেটেও ডিজিটাল ক্যামকর্ডার পাওয়া যায়।

আরাফাতুল ইসলাম